



72878 - রঙের ভিত্তিতে পোশাকের হুকুম

প্রশ্ন

হাদীসে উসফুর (কুসুম)-এ রঞ্জনীতি কাপড় দ্বারা উদ্দেশ্য কী? সবুজ অথবা ধূসরাভ হলুদ রঙের পোশাক কপি করা যাবে? নাকি এগুলো পরা মাকরুহ (অপছন্দনীয়) হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

পোশাকের মূল বধিান হচ্ছে বৈধতা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“তিনি সেই মহান সত্তা যিনি তমোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করছেন; তারপর আসমানের উর্ধ্বে উঠছেন এবং আসমানকে সুষমভাবে সাত আসমান সৃষ্টি করছেন। তিনি সবকিছু ভালোভাবে জানেন।”[সূরা বাকার: ২৯]

আল্লাহ তাআলা আমাদরে পরধিানের জন্য যা সৃষ্টি করছেন তা উল্লেখ করে তিনি আমাদরেকে তাঁর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُؤَارِي سَوْآتَكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ

“হে আদমের সন্তানরো! আমি তমোমাদেরকে লজ্জা নবিারণ ও সাজসজ্জার জন্য পোশাক দিয়েছি। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। এগুলো আল্লাহর নদির্শনসমূহের অন্তর্গত; যাতে তারা উপদশে গ্রহণ করে।”[সূরা আ'রাফ: ২৬]

সুতরাং কটে যদকিোন ধরন বা রঙের পোশাক হারাম বলে দাবি করে তাকে এর পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল পশে করতে হবে।

দুই:

পুরুষদের জন্য তিনি রঙের পোশাক পরার ব্যাপারে আলমেরা মতভদে করছেন:



১- টকটকে লাল রঙের পোশাক, যার সাথে অন্য কোনো রং মিশ্রিত হয়নি। যে লাল রঙের পোশাকের সাথে অন্য রং মিশ্রিত হয়েছে তা পরা জায়গে হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এর বিবরণ ইতঃপূর্বে (৪৩৪১) নং প্রশ্নের উত্তরে প্রদান করা হয়েছে।

২- উসফুর দ্বারা রঞ্জিত। উসফুর বা কুসুম হচ্ছে একটি পরিচিতি উদ্ভিদ, যা লাল রঙে রঞ্জিত করে। কুসুম ছাড়া অন্য কোনো কিছু থেকে লাল রঙে রঞ্জিত হলে সেটি পূর্বের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩- জাফরান দ্বারা রঞ্জিত। এটি হচ্ছে এমন উদ্ভিদ যা হলুদ রং প্রদান করে। জাফরান ছাড়া অন্য কোনোভাবে হলুদ রঙে রঞ্জিত হলে তা পরার বৈধতার ব্যাপারে আলমেরা একমত।

উসফুর বা কুসুম দ্বারা রঞ্জিত পোশাক পরার হুকুম প্রসঙ্গে আলমেদের তিনটি অভিমত রয়েছে:

প্রথম মত: এমন পোশাক পরা হারাম। এটি যাহরৌ মাযহাব এবং ইবনুল কাইয়মির মত।

তাদের দলীল হচ্ছে মুসলমি (২০৭৭) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পরনে দুটি কুসুমের রঙে রঞ্জিত কাপড় দেখে বললেন: এগুলো কাফরের পোশাক। তুমি এগুলো পরবে না।’ অন্য বর্ণনায়: ‘তোমার মা কি তোমাকে এটা পরতে বলছে? আমি বললাম: আমি কি এগুলো ধুয়ে ফেলব? তিনি বললেন: তুমি এগুলো পুড়িয়ে ফেলো।’

আরো একটি দলীল হচ্ছে মুসলমি (২০৭৮) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুআসফার’ বা কুসুম দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষিদ্ধ করেছেন।”

দ্বিতীয় মত: এমন পোশাক পরা মাকরূহ। এটি হানাফী এবং মালকীদ্বয়ের মত। হাম্বলীদ্বয়ের কাছেও এটি নিরিভরযোগ্য মত। তারা বলেন: পূর্বের নিষিদ্ধোক্তকালে অপছন্দনীয়তার অর্থ নেতিবে হবে। কারণ বারা ইবনে আযবি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: ‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাল হুল্লা (একই রঙের চাদর ও লুঙা) পরহিত অবস্থায় দেখেছি।’ [হাদীসটি বুখারী (৩৫৫১) ও মুসলমি (২৩৩৭) বর্ণনা করেন]

তৃতীয় মত: এমন পোশাক পরা জায়গে। এটি শাফরীদ্বয়ের মত।

[আল-মাজমু (৪/৪৫০), আল-মুগনী (২/২৯৯), আল-মুহাল্লা (৪/৬৯), তাহযীবু সুনানি আবদাদুদ (১১/১১৭), হাশিয়াতু ইবন আবদীন (৫/২২৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ; তবে আমার কাছে হারাম হওয়ার মতটি অগ্রগণ্য। কারণ নিষিদ্ধোক্ত মূলতঃ হারাম করার জন্য হয়ে থাকে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাল রঙের পোশাক পরাধীন করার অর্থ এই নয় যে এটি কুসুমের রঙে

রঞ্জনী হওয়ার কারণে লাল। বরং সটে কিসুম ছাড়া অন্য কছির দ্বারা লাল রঙে রঞ্জনী ছিলি।[দখুন, মা'আলমুস সুনান (৪/১৭৯)]

অন্যদিকে জাফরানরে রঙে রঞ্জনী পোশাক পরার ব্যাপারে আলমেদরে তনিট মত রয়েছে। সবচেয়ে সঠিক মত হচ্ছে শাফয়ীদরে মত এবং তা হাম্বলীদরেও একটি বর্ণনা। সটে হচ্ছে: পুরুষের জন্য জাফরানরে রঙে রঞ্জনী পোশাক পরা হারাম। এর প্রমাণ হচ্ছে আনাস রাদয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তনি বলেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষকে জাফরানরে রঙে পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন।'[হাদীসটি বুখারী (৫৮৪৬) ও মুসলিম (২১০১) বর্ণনা করেন]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ বলেন: 'সঠিক মত হচ্ছে পুরুষের জন্য কিসুমরে রঙে রঞ্জনী পোশাক পরা হারাম। আর জাফরানরে রঙে রঞ্জনী পোশাকের হুকুমও অনুরূপ।'[সমাপ্ত][আশ-শারহুল মুমত' (২/২১৮)]

[দখুন: আত-তামহীদ (২/১৮০), আল-ইনসাফ (১/৪৮১), আল-মুহাল্লা (৪/৭৬), আল-মাজমূ (৪/৪৪৯), হাশিয়াতু ইবনে আবদীন (৫/২২৮), আল-মুগনী (২/২৯৯)]

তনি:

এই রঙগুলো ছাড়া অন্যান্য রঙের পোশাক পরার বৈধতার ব্যাপারে কোনও আলমে দ্বিমত করেনি। বরং তারা এ ব্যাপারে একমতের কথা বর্ণনা করেছেন। যথা:

ইমাম নববী তার 'আল-মাজমূ' (৪/৩৩৭) গ্রন্থে বলেন:

'সাদা, লাল, হলুদ, সবুজ ও ডোরাকাটাসহ অন্যান্য রঙের পোশাক পরা জায়েয। এ ব্যাপারে কোনও মতভেদ নেই। এগুলোর কোনোটিকে অপছন্দনীয় কছি নেই।'[সমাপ্ত]

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া (৬/১৩২-১৩৬) গ্রন্থে এসেছে:

'ফকীহরা একমত যে সাদা রঙের পোশাক পরাধান করা মুস্তাহাব। ... ফকীহরা হলুদ রঙের পোশাক পরার বৈধতার ব্যাপারে একমত; যদি সটে কিসুম বা জাফরানরে রঙে রঞ্জনী না হয়।'[সমাপ্ত]

এছাড়া নারী যে রঙের ইচ্ছা সে রঙের পোশাক পরতে পারবে; যতক্ষণ সে এই পোশাকের দ্বারা বগোনা পুরুষদের সামনে নজিকে প্রকাশ না করে। যারা কিসুম ও জাফরান রঙে রঞ্জনী পোশাক হারাম হওয়ার কথা বলেছেন তারা সটেকে পুরুষদের জন্য হারাম বলেছেন।



ইবনে আব্দুল বার আত-তামহীদ গ্রন্থে (১৬/১২৩) বলেন: 'নারীদের জন্য কুসুম রঙে রঞ্জিত পোশাক পরা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলমেদরে মতভেদে নেই। সটো 'মুফাদ্দাম' হোক, 'মুওয়াররাদ' হোক বা 'মুমাশশাক' হোক। মুফাদ্দাম হলো: যা টকটকে লাল রঙে রঞ্জিত। 'মুওয়াররাদ' হলো: যা তার চেয়ে কম লাল। আর 'মুমাশশাক' হলো: লাল রঙে মাটি দ্বারা রঞ্জিত পোশাক।'[সমাপ্ত]

সারকথা হলো: সবুজ ও ধূসরাভ-হলুদ রঙে পোশাক পরিধান করা বৈধ। এগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। তবে যদি কুসুম বা জাফরানে রঞ্জিত হওয়ার কারণে এর রং এমন হয়ে যায় তখন সটেকিবেল পুরুষদের জন্য পরিধান করা হারাম হবে। আলমেদরে অভিমতসমূহে এই অভিমত অগ্রগণ্য।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।